ফুল ফুটুক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

জয়মণি, স্থির হও

আজ যদি তুমি আমাকে দেখতে

মনে পড়ে যেত
পৃথিবীর সেই আদিম জন্মবৃত্তান্ত।
সীমাহীন শূন্যতায় ঘূর্ণ্যমান
এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড
কলকাতার ভিড়াক্রান্ত পথ ঠেলে
সামনে এগিয়ে চলেছে–

যেমন ক'রে আমরা দেখি

কোটি কোটি আলোকবর্ষ আগেকার
কোনো মৃত উজ্জ্বল নক্ষত্র।

তুমি ভাবতে:

BANGLADARSHAN.COM

হয়ত পুড়ে পুড়ে ছাই হবে সেই আত্মক্ষয়ী আগুন
হয়ত
দাউদাউ দাবাগ্নিশিখায়
জনারণ্যকে পুড়িয়ে মারবে।

২

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস অন্য–
নিভন্ত আগুনের চিতায়
জন্ম নেয়
মহিমান্বিত জীবন।

কাল সারাটা দিন আমাকে আলোড়িত করেছে
এক স্বপ্ন।

কোটালের বানের উত্তুঙ্গ তরঙ্গশিখরে উঠে
আমি দুহাতে ছুঁয়েছিলাম
আকাশ।

কে যেন ডেকেছে আমায়। কে?
–মিছিলের সেই মুখ।

দিগন্ত থেকে দিগন্ত জুড়ে বাড়িয়ে দিয়েছি হাত।

সে কি স্বপ্ন?
          সে কি মায়া?
                    সে কি মতিভ্রম?

৩

তারপরই
বিদ্যুতের চকিত কশাঘাতে
দুর্নিবার
বেগান্ধ পতন।

সামনে ফেনিল তরঙ্গের গায়ে
                    নিজেকে সহস্র খণ্ডে ভেঙে
আমাকে বিদ্রূপ ক’রে হারিয়ে গেল
মিছিলের সেই ছলনাময়ী মুখ।

আমি তারস্বরে চেঁচিয়ে বললাম

জয়মণি, স্থির হও।
হে কালবৈশাখী, শান্ত হও।
এই পৃথিবীতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে,
দেখ,
আমি জটায় বাঁধছি
          বেদনার আকাশগঙ্গা॥

BANGLADARSHAN.COM

আমি আসছি

আকাশে তাকালাম
তোমার মুখ
চোখ বন্ধ করলাম
তোমার মুখ
বজ্রকে বধিব করে তুমি আমায় ডাকছ।

কচি কচি দিন আর রাত্রিকে টুকরো টুকরো ক'রে
কারা কাঁদছে
মৃত্যুর আতঙ্কে জীবনকে জড়িয়ে ধরে
কারা কাঁদছে
তাই বজ্র কে বধিব করে তুমি আমায় ডাকছ।

আমি আসছি–
দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমি আসছি।
সঙীন উদ্যত করেছ কে? সরাও।
বাধার দেয়াল তুলেছ কে? ভাঙো।
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমি আনছি
দুরন্ত দুর্নিবার শান্তি॥

BANGLADARSHAN.COM

রাস্তার গল্প

রাস্তার মোড়ে লালবাতি জ্বেলে
শকুনেরা দেয় সন্ধ্যে
জোড়াবলদকে দেয়ালে লটকে
ঠোঁট চেটে বলে,
ভোট দে।

এ পাঁচ বছরে, বাপু রে
মহাশূন্যের গা ফুঁড়ে
করেছি তৈরি
স্বর্গের সিঁড়ি
উঠবি আকাশে পা ছুঁড়ে।

ফলাবে দেশটা বিকিয়ে
পল্টনে নাম লিখিয়ে
শিঙে ফুঁকরাব
স্বাধীনতাটুকু
কোনো মতে রাখ টিকিয়ে।

জমিতে থাকবে রক্ষী
পঙ্গপালেরা।
লক্ষ্মী,
ক্ষিদে পেলে ফুটপাথে চিত হয়ে
দে উড়িয়ে প্রাণপক্ষী।

যমদূত দেয় চৌকি
সাবধান!
বাঁয়ে যাস কে?
ভাল চাস যদি ভোট দে
ভুঁড়িদাসদের বাক্সে॥

BANGLADARSHAN.COM

মা, তুমি কাঁদো

অন্ধকারের চোখ জ্বলে,
চোখে আগুন।
শুকনো পাতায় সাঁই সাঁই করে
দম-আটকানো হাওয়া।

মা, তোমার কোলে মরা ছেলে
তুমি কাঁদো
মর্মন্তুদ চিৎকারে, মাগো, আকাশ মাথায় করো!
বুকচাপা এই দুঃস্বপ্নকে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে ভাঙো
এ জগদ্দল পাথর সরাও–
স্তব্ধতা ভাঙো!
পাষাণ গলাও,
কাঁদো।

BANGLADARSHAN.COM

বনেজঙ্গলে জলায় পাহাড়ে মাঠে জনপদে
হাটে বন্দরে
শুকনো ডাঙায়
ডুকরে ডুকরে কাঁদো।
নিথর নিস্তরঙ্গ দীঘিতে
নদীকল্লোলে
গাঁ-উজাড় দুর্ভিক্ষে মড়কে
অনাবৃষ্টিতে
ঝড়ে ঝঞ্ঝায় দিগ্‌দিগন্তে
পা ছড়িয়ে, তুমি কাঁদো।
করাতের দাঁতে লাঙলের ফালে
আকাশকে চিরে
বজ্র খসিয়ে আনো।

শোকের সাগর উথলিয়ে তুমি
কাঁদো।

মা, তোমার কোলে মরা ছেলে
তুমি কাঁদো।

শুকনো পাতায় সাঁই সাঁই করে
দম-আটকানো হাওয়া।
অন্ধকারের চোখ জ্বলে,
চোখে আগুন॥

BANGLADARSHAN.COM

বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে

কোটালের বানে মাথা উঁচু ক'রে
পাথুরে মাটিতে পা টিপে এগোয়
দুর্দমনীয় স্পর্ধা।
দুরন্ত ক্রোধ টান ক'রে বাঁধে
ধনুকের মুখে ছিলা।

বাঁয়ে চলো ভাই,
বাঁয়ে–
কালো রাত্রির বুক চিরে,
চলো
দুহাতে উপড়ে আনি
আমাদেরই লাল রক্তে রঙীন সকাল।

BANGLADARSHAN.COM

বাঁয়ে চলো ভাই,
বাঁয়ে–
পঙ্গপালকে তাড়িয়ে, মাঠের
আমরাই হবো সম্রাট।
দিগ্‌দিগন্ত পাকা ফসলের
সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো।

ফাঁসিকাঠ জেল গ্যাস গুলী ঠেলে
অন্ধকারকে দুপায়ে মাড়িয়ে
শকুনের চোখ গেলে দিই
চলো
সুখে শান্তিতে বাঁচি।

কোটালের বানে মাথা উঁচু ক'রে
পাথুরে মাটিতে পা টিপে দৃপ্ত মিছিলে এগোয়
দুর্দমনীয় স্পর্ধা।
দুরন্ত ক্রোধ টান ক'রে বাঁধে
ধনুকের মুখে ছিলা॥

সালেমনের মা

পাগল বাবরালির চোখের মত আকাশ।
তার নিচে পাঁচ ইস্টিশান পেরনো মিছিলে
বার বার পিছিয়ে প’ড়ে
বাবরালির মেয়ে সালেমন
খুঁজছে তার মাকে।

এ কলকাতা শহরে
অলিগলির গোলকধাঁধায়
কোথায় লুকিয়ে তুমি,
সালেমনের মা?
বাবরালির চোখের মত এলোমেলো
এ আকাশের নিচে কোথায়
বেঁধেছো ঘর তুমি, কোথায়
সালেমনের মা?

মিছিলের গলায় গলা মিলিয়ে
পিচুটি-পড়া চোখের দুকোণ জলে ভিজিয়ে
তোমাকে ডাকছে শোনো,
সালেমনের মা–

এক আকালের মেয়ে তোমার
আরেক আকালের মুখে দাঁড়িয়ে
তোমাকেই সে খুঁজছে॥

BANGLADARSHAN.COM

অগ্নিগর্ভ

যে লোকটা একটু আগে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল
এতক্ষণে সে বউয়ের গলা জড়িয়ে শুয়েছে।

উঠোন এখন খালি;
পাড়ার লোক যে যার ঘরে গিয়ে
চোখের পাতার ছিটেবেড়ায়
চন্‌চনে ক্ষিধের দুরন্ত রাত্রিকে রুখছে।

গোটা দিন নয়,
দিনের আধখানা এখানে জীবন।

সন্ধ্যে হলে অন্ধকারে মোড়া অন্তহীন পাথারে
ডুব দাও।
চোখ বন্ধ করো, বন্ধ করো–
পেটের আগুনে মুখ দেখো না রাত্রির।

BANGLADARSHAN.COM

অনেক রাত্রে পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়ে কারা ফেরে।
–না, এই অন্ধকার থাকার নয়।
পায়ের শব্দে রাত্রির স্তব্ধতা চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।
–না, এই মাথা নিচু করে মরা নয়।

এত রাত্রে কে যায়?
–ভাইরে, আমি রাম;
আমি রহিম॥

একটি লড়াকু সংসার

নেভানো উনুনের ওপর পড়ন্ত আলোয়
যেন
ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে
কাল বিকেলে মাজা ভাতের হাঁড়ি।

ঘ্যানঘেনে ছোট্ট মেয়েটার
পায়ে আঠার মত লেগে
একবার ঘর একবার উঠোন করছে
এ বাড়ির পোষা বেড়াল।

বাঁশের আলনাটা এখনও দুলছে
ছেড়া কামিজ মাথায় গলিয়ে
মানুষটা এইমাত্র গেছে
ছ নম্বর গেটে।

BANGLADARSHAN.COM

হপ্তাবাজারে বিরাট সভা কাল–শান্তির।
ঢেলে সাজছে ছ-নম্বর গেটে।

> জেলা আপিস রিক্ত-হস্ত
> কলকাতা থেকে খালি হাতে ফিরে
> দাওয়ার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
> রেশনের ভাঁজ-করা থলি।

এ-মাসের শেষাশেষি,
ও-মাসের শেষ কিস্তিও মেলে নি।

মেজো নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে
সারাদিন লাইনে কয়লা কুড়িয়ে
একটু পরেই বুড়ী ফিরবে।

আজকের নতুন ফোস্কাগুলো আজকে সারাটা রাত
তাদের হাতে জ্বলবে।

কোনো রকমে কোমর বেঁকিয়ে
খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছাগলটাকে খাওয়ায়
এ-বাড়ির আসন্নসম্ভবা বউ।

পেটে তার উপোসী ছেলেটা কিচ্ছু বলে না
—শুধু দিন গোণে॥

BANGLADARSHAN.COM

গাছে গাছে

গাছে গাছে আমের বোল
ঝল্‌সানো পাতা।
স্নিগ্ধ স্নাত গোধূলির মত
বিলম্বিত
আমাদের ভালবাসা।

পেছনে তাকাই–
গনগনে আগুন।
কপালে জ্বল্ জ্বল্ করছে
ঘাম
–রাজটিকার মত।

আকাশে দীপ্যমান কে তুমি?
নক্ষত্রখচিত স্বপ্ন।
ফুরফুরে হাওয়ায় কার ওড়না?
অবগুণ্ঠনবতী পৃথিবীর।

প্রিয়তমা, তুমি কোথায়
প্রতিধ্বনির তরঙ্গে,
চোখের তারায়।

তাহলে এসো,
অন্ধকার উড্ডিন্ন করি,
আমাদের চোখের স্থির লক্ষ্যে
পৌঁছে যাক সকাল॥

BANGLADARSHAN.COM

যেতেই হবে

কে যায়?
আমরা।

আমরা গাঁয়ের
আমরা শহরের
হাড়কালি মানুষ।
চলেছি মিছিলে।

হাতে কী?
নিশান।

কোথায় যাও?
দমন রাজার
দরবারে।

BANGLADARSHAN.COM

থামো-
না–
বাধা দিলেও
–না।
সঙীনে বিঁধলেও
–না।

রাস্তা দাও।
আমাদের যেতেই হবে
মিছিলে॥

আগুনের ফুল

ঝড় মাথায় নিয়ে আমরা আসছি।
মাঠের কাদা-লাগা কাটা পায়ে
শানবাঁধানো পাথরে
আগুনের ফুল তুলে
আমরা আসছি।

আমাদের চোখে জল ছিল;
এখন আগুন।
হাড়-বার-করা পাঁজরগুলো
এখন
বজ্র তৈরির কারখানা।

যাদের সঙ্গীনে ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুৎ
তারা সামনে থেকে সরে যাও।
আমাদের চওড়া চওড়া কাঁধের চাড়ে
দেয়াল ভেঙে পড়ছে–
সরে যাও।

গ্রাম খালি করে আমরা আসছি।
খালি হাতে ফিরব না॥

BANGLADARSHAN.COM

নতুন বছরে

সোনা আমার, মানিক আমার
বাছা রে,
কী পেলে তুই খুশী হবি,
                    কী নিবি
নতুন এই বছরে?

আমাকে দিও খেতে
এক বাটি দুধ দিনে
মাটির দুটো খেল্‌না দিও কিনে

বরং
এক বাক্স রং
আকাশে দিও ঢেলে
                    এবং
বালাই মুছে মাটিতে দিও পেতে
অফুরন্ত স্বপ্ন দেখার
                    শান্তির পৃথিবী॥

BANGLADARSHAN.COM

লাল টুকটুকে দিন

তুমিই আমার মিছিলের সেই মুখ!
এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যাকে খুঁজে
বেলা গেল।
          ফিরে দেখি সে আগন্তুক
ঘর আলো ক'রে বসে আছে পিলসুজে।

দিনে দূরে ঠেলে দিনান্তে নিলে কাছে।
ঠা-ঠা রোদ্দুরে পাই নি কোথাও ছায়া,
নীল সমুদ্র পুড়ে গেছে সেই আঁচে
চোখ মুছি–
          তুমি স্বপ্ন?
                    না, তুমি মায়া?

আমাকে কঠিন বাহু দিয়ে বাঁধো তুমি–
গলুক
          বুকের
                              অশ্রুজমাট শিলা।
দাও তুমি ভালোবাসাকে জন্মভূমি
ঘৃণার ধনুকে
                    আমি টেনে বাঁধি
                              ছিলা।

সারাদিন গেল।
          কেন দিলে না কো দেখা–
ফুৎকারে দিক্‌পৃথিবী আঁধার ক'রে?
বুঝি সেই বাগে
                    ঝঞ্ঝায় একা একা
এখনও বজ্র আকাশকে ছেঁড়ে খোঁড়ে?

দিগন্তে কারা আমাদের সাড়া পেয়ে
সাতটি রঙের

BANGLADARSHAN.COM

ঘোড়ায় চাপায় জিন।

তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে

আনতে চলেছি

লাল টুকটুকে দিন॥

BANGLADARSHAN.COM

সুন্দর

যখন তোমার আঁচল দম্‌কা হাওয়ায় একা একা উড়ছিল

তখনও নয়

বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম
তোমার মুখে যখন মুক্তোর মত জ্বলছিল

তখনও নয়

কী একটা কথায় আকাশ উদ্ভাসিত ক'রে
তুমি যখন হাসলে

তখনও নয়

যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি ক'রে ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না–

তখনই

আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে॥

BANGLADARSHAN.COM

বাসি মুখে

অসহ্য গরমে
একবার এপাশ একবার ওপাশ করছে
ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের ঘুটঘুটে রাত্তির।

বাল্ব চুরি-করা রাস্তায়
জোনাকিদের চোখে
চম্‌কে চম্‌কে ওঠে কী এক ষড়যন্ত্র।

হঠাৎ হঠাৎ পুকুরে ঘাই দেয়
প্রকাণ্ড এক রুই।

এত রাত্তিরে জোলাদের ছোট বউটা
পড়ে ল্যাম্ফো বেখে আছ্‌ড়ায়
এক গাদা বিশ নম্বর সুতোর বাণ্ডিল।

BANGLADARSHAN.COM

নতুন বিয়ে করা ছেলেটার দেখা নেই–
সারাটা শীত শেষ রাত্তিরে উঠে
কল্‌সী কল্‌সী বস এনেছে,
সারাটা গ্রীষ্ম রাত গভীর হলে
গোপন আড্ডায় মাতালদের নেশাগ্রস্ত ক'রে
তবে সে ফিরবে।

অন্ধকারকে আছ্‌ড়াতে আছ্‌ড়াতে
ছোট্ট বউটা ভাবে–
তাহলে কালও উনুনে আঁচ পড়বে না॥

পারুল বোন

অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভাঙে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল, বোন আমার–
দেখি তো কে তোমার পায়
বেড়ি পরায় আবার?

শুয়ে শুয়ে দিন গুনছে
পারুল বোন আমার।

সোনার ধানের সিংহাসনে
কবে বসবে রাখাল
কবে সুখের বান ডাকবে
কবে হবে সকাল।

BANGLADARSHAN.COM

শিয়রে জেগে সাতটি ভাই
মৃত্যুকে আজ তাড়ায়
ফুটিয়ে ফুল লক্ষ আশার
জীবন হাত বাড়ায়।

শিকলে বাঁধে স্পর্ধা কার?
পারুল, বোন আমার!

ককিয়ে-ওঠা যন্ত্রণা নীল
আগুনে যাক পুড়ে
বাতাসে সব দুঃস্বপ্ন
আকাশে যাক উড়ে–

শুয়ে শুয়ে দিন গুনছে
পারুল বোন আমার॥

এক অসহ্য রাত্রি

কী এক গভীর চিন্তায়
কপাল কুঁচকে আছে
চড়িয়ালের রাস্তা।

একবার এ-আলোর নিচে, একবার ও-আলোর নিচে
গাছের পাতায়
বার বার নড়েচড়ে বসছে
ধৈর্যচ্যুত অন্ধকার।

কশাইখানায় বন্ধ ঝাঁপ পাহারা দিচ্ছে
চর্বিতে ফেটে পড়া
একালষেঁড়ে হিংসুটে কুকুর।

পেট্রোল পাম্পের গায়ে-গা-দেওয়া খোলার বাড়িটা
আজ সন্ধ্যে থেকেই নিশুতি
দাওয়ার ওপর সারি সারি বিড়ির আগুনে
জ্বলছে না
রক্তহীন কাজলটানা ক্ষুধার্ত চোখ।
অষ্টপ্রহর হরিনাম-করা-পাখির খাঁচাটা
একা এককোণে দুলছে।

BANGLADARSHAN.COM

স্যাঁকোটার কাছেই
কাল রাত্রে যেখানে একটা লোক খুন হয়ে গেছে
সেখানে দিনকে-রাত-করতে-পারা এক
উর্দিপরা পুলিশ
প্রাণপণে লাঠিতে মুখ গুঁজে বৃথাই চাইছে
রাতটাকে দিন করতে।

রাস্তার দুপাশাড়ি বস্তি থেকে
মাঝে মাঝে ভেসে আসছে দম-ফাটা আওয়াজ–
চটের অদৃশ্য ফেঁসোগুলো

বুকের গহ্বরে দড়ি পাকিয়ে
বুঝি হৃৎপিণ্ডগুলোকে বিষম জোরে টানছে॥

BANGLADARSHAN.COM

ছিটমহল

এক কবি।
তিনি পরতেন চুপি চুপি
লম্বা মেঘের পাজামা
ঝড়ঝঞ্ঝার ফুঁ দিয়ে
যখন ইচ্ছে বজ্রে
বাজাতেন তিনি
প্রকাণ্ড এক দামামা–

পৃথিবীকে তিনি ভালোবাসতেন খুবই
মাটিতেই তার
ছিল পা।

এক কবি।
ছিল আকাশটা তাঁর টুপি
সমুদ্রে তিনি শুতেন।
আলো রাখতেন লুকিয়ে
অন্ধকারের গর্তে
ভবিষ্যৎকে
হাত বাড়িয়েই ছুঁতেন–

পৃথিবীও তাঁকে ভালোবেসেছিল খুবই–
মাটি দিলো তাকে
শিরোপা।

ইট কাঠ ক্ষিধে তেষ্টার গায়ে গা দিয়েছে
মাটির পায়ে পা বাধিয়ে
কবিদের আছে
আলাদা একটা জগৎ–
স্বপ্ন সেখানে মাথা উঁচু করে
বেড়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

মাঝখানে শুধু দুদিক বাঁচিয়ে
বসে থাকে কাঁটাতারের বেড়ায়
বাঁধা গৎ॥

BANGLADARSHAN.COM

দিয়েন বিয়েন ফুঃ

পুব দখিনে
আগুন-বোনা
সাত সাগরের ঝি!

আকাশ কেন
নীলবর্ণ?
সাপে কাটল কি?

সাপে কাটুক, খোপে কাটুক
আছে আমার
মন্ত্র পড়া ফুঁ–

যা রে
সাপের বিষ
দিয়েন বিয়েন
ফুঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

পারাপার

আমরা যেন বাংলা দেশের
চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে–
থাকুক গে পাহারা।

দুয়োরে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জান্‌লা।

ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা॥

BANGLADARSHAN.COM

ডাইনে বাঁয়ে

বাপুহে, বড়ই খারাপ পড়েছে
দিনকাল।
কিছু বুঝছিনে হালচাল–
দৈনিক গলা কাটা পড়ে যায়
মাথা না পেতেও লাইনে।
বাঁয়ে আনতে না আনতে দেখছি
একেবারে সাফ ডাইনে।

হা পোড়া-কপাল!
ময়দানে গিয়ে
যদিবা কখনও তুলি ঢেউ,
হাতে দড়ি নিয়ে
পেছনে অমনি
লাগে ফেউ।

BANGLADARSHAN.COM

মোড়ে বসে এক ডাইনী
দল বেঁধে গেলে
খপ্ ক'রে ধরে–
'বাঁদিকে যাওয়া বে-আইনী!'

ধরা পড়ে গিয়ে
মহাভারতের
সপ্তরথীর ব্যূহে
বলি অগত্যা–
'প্রভু হে,

তোমার কৃপায় যদি একবার গজায়
দুটো দিকে দুটো পাখনা,
হাততালি দিয়ে
উড়ে যাবো
কেয়া মজায়

খুলে আকাশের রং-চটা নীল
ঢাকনা॥'

BANGLADARSHAN.COM

পুপে

মেয়ে আমার পুপে
যখনই যায় ছাতে
ছোট্ট ছোট্ট হাতে
প্রকাণ্ড নীল আকাশটা চায়
না দিলে নেয় লুফে।

পুপে যখন বড় হবে
তখন অন্য বায়না
মেলায় কিনে দিতে হবে
চিরনি আর আয়না।

আমি যতই হই না কেন
আল্‌সে,
বাপের ঘরে থাকবে না কো
জানি চিরকাল সে।
সিঁদুর পরতে গিয়ে যখন
খুলবে রুপোর কৌটো;
হঠাৎ মনে হতেও পারে
কী যেন তার ছিল।

হয়ত তখন খুলে দেখবে মুঠো–
প্রকাণ্ড নীল সেই আকাশটা
কখন গেছে উপে।
যখন অনেক বড় হবে
আমার মেয়ে পুপে॥

BANGLADARSHAN.COM

গাজনের গান

মেঘে মেঘে ঢ্যাম্ কুড়্কুড়্
বাজনা বাজে গাজনের।
বাবুই, তোমার বাসা উড়ুক
নতুন দিনের বাতাসে।
ঘর ছেড়ে আজ বাইরে এসো,
ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
ফুঁ দাও।
হাওয়ার মুখে ওড়াও ছেঁড়া
ইতিহাসের পাতা।

ঝড় উঠেছে
বাইরে এসো
ঝড়ের সঙ্গে
ফুঁ দাও।

BANGLADARSHAN.COM

আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে
কে কাঁদে কে?
চোখ মুছিয়ে দুচোখে তার
আগুন দাও জ্বেলে।
এবার বাসাবদল নতুন
ইতিহাসের ডালে—
মেঘে মেঘে বেজে উঠুক
ঢ্যাম্ কুড়্কুড়্ বাজনা,
কড় কড়িয়ে ডাকুক বাজ। তারপর—

মাঠে মাঠে জল ছিটিয়ে
বৃষ্টি পড়ুক মন্ত্র
শান্তি শান্তি শান্তি॥

কমরেড স্তালিন

কমরেড স্তালিন তুমি
সুখে নিদ্রা যাও।
রাত শেষ হয়ে এল;
দাও
এবার আমরা রাত জাগি।

গোলায় ফসল তুলে
মাঠে বুনে ধান–
আমাদের হাতে তুমি দিয়ে গেলে
এ পৃথিবী,
তোমার নিশান।

আমাদের চোখ থেকে
মুছে নিলে ভয়,
যেদিকে তাকাই
দেখি
স্পন্দমান তোমার হৃদয়।
এ পৃথিবী তোমার হৃদয়।

মরুতে ফুটিয়ে ফুল
নদীতে মিলিয়ে নদী
আমাদের হাতে তুমি রেখে গেলে
নতুন জীবন।

আমরা নিলাম তার ভার।
যদি মদমত্ত কেউ
বাড়ায় মৃত্যু থাবা
ক্ষমা নেই তার।

স্তালিন জীবন হোক। আজ থেকে
মৃত্যুহীন জীবনের

BANGLADARSHAN.COM

নাম হোক

কমরেড স্তালিন॥

BANGLADARSHAN.COM

শুধু ভাঙা নয়

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।
চাষের জন্যে যে জমিটা পেলে ভাল হয়
সে তো ঠিক
বালি-চিক-চিক
ডাঙা নয়।

দেখ দেখ, এই ছোট্ট সবুজ উঠোনেই–

হামাগুড়ি দেয়
ব্যথা পেলে কাঁদে
প'ড়ে গেলে ঠেলে ওঠে ফের,
ছোট ছোট দুটো মুঠো দিয়ে বাঁধে
সাধ আহ্লাদ আমাদের

হাত ছেড়ে দিলে দেয়ালটা ধ'রে
করে হাটি-হাঁটি পা পা।
ভুলে যেন তাকে
দিও না কো মাটি চাপা

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।
এখনও আকাশ সূর্যের রঙে
রাঙা নয়।
শিয়রে দাঁড়িয়ে থাবা তুলে আছে
গলিতনখ এ রাত্রি।
তবু যদি দুটি একটি করেও পাঁপড়ি
খুলে যায়,
কাছে থেকো–
পাছে কোনো মদমত্ত হাতির পায়ে
সেটুকুও হয় থেঁতো।
ক্রমাগত চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে
যারা হয়ে গেছে অন্ধ

BANGLADARSHAN.COM

তাদের নাকের কাছে ধ'রে দিও
ফুলের একটু গন্ধ।

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।

মৃত্যুটা যত বড়ই হোক না–
জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে
ঢ্যাঙা নয়।

যার লাগে না কো মিষ্টি
মানুষের এই সৃষ্টি,
যে বলবে এই পৃথিবীতে আছে
এক রং
শুধু রক্তের–
যত থাক নামডাক তার
যত বড় দল থাকুক অন্ধভক্তের–
টেঁকে কি না টেঁকে
একবার ভালো কবিরাজ ডেকে
অচিরে দেখানো দরকার।

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।
মন দাও আজ
এর চেয়ে আরও তাজা রঙে এঁকে
দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি
টাঙানোয়।
আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক
–একটুও যার ভাঙা নয়॥

BANGLADARSHAN.COM

কাণ্ড দেখ!

যখন আকাশে ছাই,
গলা ঝাড়ে কামানের মুখ,
সবুজে ও নীলে কাঁপে আতঙ্কের ছায়া

সিংহাসনে ব’সে চোখ রক্তবর্ণ ক’রে
নখে দেয় শাণ, দাঁতে দাঁত ঘষে
লোলচর্ম লোভ

যখন বিষের থলি গালে নিয়ে
ভীরু মেরুদণ্ডহীন ভয়
ফণা তোলে–

বেঁকে বসে ইন্দ্রধনু,
সাত রঙে আকাশ সাজায়,
সমুদ্র দোলায় ঢেউ, পাতা নেচে ওঠে গাছে

ঘোমটা সরিয়ে দেখে ভালোবাসা
জীবনের সুখ।
মানুষের কাণ্ড দেখ!
কুমিরের চোখ এতদিনে
সত্যিই কান্নায় ভেজে,
সেই খাল দিয়ে তাকে ফিরে যেতে হয়
একদিন ঢুকেছিল যে-পথে সুয়েজে॥

BANGLADARSHAN.COM

মামা-ভাগ্নের গল্প

সেকালে রাজারা যে-বয়সে যেত বনে
–মামা চলেছেন রণে।
বাজে তূরী-ভেরী
দামামা।

মামা ডেকে কন, ‘ভাগ্নে!
পেতে চাস যদি বখরা
তবে এ-যুদ্ধে অন্তত কিছু ভাগ নে।’

অকালপক্ব ছোকরা
স্পষ্টই বলে,
‘না মামা।’

খাল যার, সেই বেআদবটাকে
ভয়ে তটস্থ করতে
মামা চলেছেন লড়তে।

জোরে জোরে বাজে তূরী-ভেরী
বাজে দামামা।

ভাগ্নের হাঁচি পড়তেই মামা
রণপায়ে খান হোঁচট।
মামাকে এখন সারা পথ
যেতে হবে শুয়ে শুয়ে যে।

কানে কানে বলে ভাগ্নে,
‘যেতে চাও যাও সুয়েজে।
ভাগ্নেকে শুধু ব’লে যাও–
মাটি থেকে তুলে তোমাকে যখন
সবাই বলবে ‘মামি’
–কী ব’লে ডাকব আমি?’

BANGLADARSHAN.COM

সহজিয়া

ভাড়াটে বাড়িতে থাকে, নিতান্ত ছাঁ-পোষা বংশ,
নেই কানাকড়িরও মুরোদ,
গাড়ি নেই সে আমার কথা বলে!
জানে না অধিক হাঁটলে পায়ে হয় গোদ?

আগে তো নেহাত ছিল গোবেচারা;
যাই বলা হ'ত শুনত; কিন্তু সে অধুনা
যা হয়েছে কহতব্য নয়–
তর্ক করে পায়ে পা বাধিয়ে। পেয়েছি নমুনা–

হালে তার। পুনরপি পাবো ব'লে বোধ হয়।
(কী আশ্চর্য, মানুষও বদলায়?
সমাজ-টমাজ হলে কথা ছিল!)
অতএব সে না গেলে কে যাবে গোল্লায়?

BANGLADARSHAN.COM

আমার বিশ্বাস: এর মূলে আছে আর কেউ,
সেই ব'সে কলকাঠি নাড়ায়।

যার সঙ্গে ঘোরে ফেরে, শুনতে পাই
সে-লোকটার একেবারে চরিত্র খারাপ;
তদুপরি মদ খায়।
এ যা বলে, তার পিঠে ওর বুড়ো-আঙুলের ছাপ।

যেটুকু বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, আড়ালে তা বলা চলে;
বাইরে বলার
অনেক বিপদ; চাই চোথাপত্র।
তাছাড়া ব'সে তো ঘাস কাটে না ডলার?

তাহলেই বুঝে নাও; যারা বড় গলা ক'রে বলে:
'সহজিয়া! সহজিয়া!'
–কার সঙ্গে কার যোগ!

তুমি ময়না, দাঁড়ে ব'সে করো শুধু জী-হাঁ, শুধু জী-হাঁ॥

আমরা যাবো

জলের কলে টিপ্ টিপ্
টিপ্ টিপ্।

এখুনি
বাসন-ধোয়া জলে
নিজের মুখ দেখবে
ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার আরও একটি সকাল।

ততক্ষণ শানবাঁধানো অন্ধকার
দেয়ালে দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরুক
আর আমরা জলের কলে শুনি–
চোখ বড়ো-বড়ো করা আকাশের নিচে
পাথরের নুড়িতে নুড়িতে লাফিয়ে-পড়া
এক দিগ্‌ভ্রান্ত দামাল নদীর
কলতান।

BANGLADARSHAN.COM

তারপর সারাটা দিনমান
মানুষ পায়ে চাকা বেঁধে চলুক।
যেখানে বন্দে মাতরম্ ব'লে মানুষ জীবন দিয়েছিল
কাটা হাত নিয়ে সেখানে হেঁটে যাক
কাঠের পা।

জলের কলে টিপ্ টিপ্
টিপ্ টিপ্

আমরা বলেছিলাম যাবো
সমুদ্রে।
নদী বলেছিল যাবে
সমুদ্রে
আমরা বলেছিলাম যাবো
সমুদ্রে

আমরা যাবো॥

দাঁড়ানো

‘ওরে ও, হাভাতে বোকাটা,
গলা বাড়াস্‌নে আওয়াজে;
হবি একেবারে ভোঁ-কাটা
প্যাঁচ খেলছেন রাজা যে।

পাঁচ বচ্ছর পর পর
রাজা হাঁকে ভবিতব্য–
ছিলি বুনো, হলি বর্বর,
দাঁড়া বাবু, হবি সভ্য।’

শুনে বুড়ী বলে, ‘খুলে বল্‌
শেষে একেবারে ডুব্‌ব?
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলা জল
হাড়েও গজালো দুব্বো।’

‘ভয় নেই, উনি স্বয়ং
এক্ষেত্রে চান দাঁড়াতে
ওঁর হয়ে তুই বরং
ব’লে ট’লে রাখ পাড়াতে।’

লাগ্‌ লাগ্‌ ক’রে লেগে যায়
এর ঢাল ওর তরোয়াল
ভোট-কুড়ুনিরা কেড়ে নেয়
ঘুঁটেকুড়ুনির দেওয়াল॥

BANGLADARSHAN.COM

এক যে ছিল

এক যে ছিল রাজা–
রাজত্বটা মস্ত
উঠতে বললে উঠত লোকে
বসতে বললে বসত।

একদিন সেই রাজার
রাজ্য গেল উল্টে
শূলে চড়াব আগেই রাজা
গেলেন পটল তুলতে।

রাজত্বটা কে চালাবে?
গণক দেখেন কুষ্ঠি।
রাজা হয়ে উজির করেন
সবার মনস্তুষ্টি।

সিংহাসনে চোখ পড়তেই
ওঠে সবাই আঁতকে
রাজা না থাক, কিন্তু রাজার
গোঁফ রয়েছে আট্‌কে।

ভিড়ের মধ্যে কেউ খুলছে
পুঁথি বা কেউ পঞ্জী
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে রাজার
ভাইপো এবং বোনঝি॥

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধ্যামণি

সময়ের গলায়
এখনও আড় হয়ে আছে ঘড়ির কাঁটা।
ও বেড়াল, তোমার পায়ে পড়ি
খুলে দাও না।
এত সব শুনে টুনেও–
তেমনি গোঁজ হয়ে বসে থাকল বেড়ালটা।

হাতের কব্জিতে কালো কার বেঁধে
আমার চেয়েও ঢ্যাঙা
এক চোয়াড়ে অন্ধকার কাঁধ উঁচু করে দাঁড়িয়ে
সামনে কী আছে
কিছু ঠাহর করা যায় না।

আমার স্বপ্নগুলো
আছে–
কিন্তু আড়ালে।
করাতের দাঁতে দাঁতে ঘিষ্‌ঘিষ্‌ শব্দ–
খুব মিহি ক'রে কাটছে।
তারপর চেয়ার টেবিল খাট পালঙ্ক
কত কী।

জোয়ানমদ্দ অন্ধকার
তার কাঁধটা সরালেই দেখতে পাবো
সবুজ মাঠ, মাঠে সোনার ধান–
এক জায়গায় ব'সে
আমরা হাপুস-হুপুস ক'রে খাচ্ছি।

শিকড়ে টান লাগছে
লাগুক–
শিকড়গুলো শক্ত;
শুকনো পাতাগুলো ঝড়ে পড়ছে

BANGLADARSHAN.COM

পড়ুক–
অন্ধকার শব্দ ক'রে যাবে।

ততক্ষণ
আমিই বা বসে থাকি কেন?
উঠোনে সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়ে তুলবার
এই তো সময়॥

BANGLADARSHAN.COM

ড্যাং ড্যাং ক’রে

এক পায়ে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে
জটাধারী একটি গাছ
ঝুঁকে প’ড়ে
যত দেখে, তত অবাক হয়–

ট্যাঁকে বাচ্চা নিয়ে
এ-বাড়ি ও-বাড়ি বাসন মাজে
রাত্তিরে গাছতলায় মাদুর বিছিয়ে শোয়
যে মেয়েকে স্বামী নেয় না
যমেরও অরুচি–

ছি ছি!
আবার তার ছেলে হবে!

BANGLADARSHAN.COM

জলের কলে
সেই লজ্জাকে ঢাকতে
হাঁটি-হাঁটি পায়ে পায়ে
মার হাতে ছেঁড়া শাড়িটা এগিয়ে দেয়
লজ্জাকে মাথার মণি করা ছোট্ট একটি জীবন–
ক’দিন আগেও
শানের ওপর যে হামা দিত!

তার মানে–

তাহলে
পৃথিবীতে
আরও দুটো চোখ
আরও একটা মাথা উঁচু ক’রে
দুপাশে পাখির ডানার মত দুটো হাত
দোলাতে দোলাতে
মাটিতে ড্যাং ড্যাং ক’রে হেঁটে যাবে।

এক পায়ে

আজীবন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা

জটাধারী ঊর্দ্ধবাহু গাছটা

ঝুঁকে প'ড়ে

যত দেখে, তত অবাক হয়॥

BANGLADARSHAN.COM

ফুল ফুটুক না ফুটুক

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত

শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে–
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে–
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
–তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা হল্‌দে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এবং কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল–

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল

BANGLADARSHAN.COM

আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!

তারপর দড়াম ক’রে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে॥

BANGLADARSHAN.COM

আরও একটা দিন

দুপায়ে রাস্তার কাদা ঘুঁটে ঘুঁটে
ধ'রে ধ'রে পার হয়ে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোটা
এই মাত্র চলে গেল
আরও একটা দিন।

মাথার ওপরে টিন
শব্দ ক'রে
মাঝে মাঝে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।
সজ্‌নে গাছে ডাল ধ'রে দোল খায়
এখনও বৃষ্টির
বড় বড় ফোঁটা।

জলায় এবার ভাল ধান হবে–
বলতে বলতে পুকুরে গা ধুয়ে
এ বাড়ির বউ এল আলো হাতে
সারাটা উঠোন জুড়ে
অন্ধকার নাচাতে নাচাতে॥

BANGLADARSHAN.COM

এখন ভাবনা

১

এখন একটু চোখে চোখে রাখো–
দিনগুলো ভারি দামালো;
দেখো,
যেন আমাদের অসাবধানে
এই দামাল দিনগুলো
গড়াতে গড়াতে
গড়াতে গড়াতে
আগুনের মধ্যে না পড়ে।

আমার ভালোবাসাগুলোকে নিয়েই
আমার ভাবনা।
এখন সেই বয়েস, যখন
দূরেরটা বিলক্ষণ স্পষ্ট–
শুধু কাছেরটাই ঝাপ্‌সা দেখায়।

BANGLADARSHAN.COM

এখন সেই বয়েস, যখন
আচম্‌কা মাটিতে
প’ড়ে যেতে যেতে মনে হয়
হাতে একটা শক্ত লাঠি থাকলে ভালো হত॥

২

পিছনে তাকালে আজও দেখতে পাই–
সিংহের কালো কেশর ফুলিয়ে
গর্জমান সমুদ্র;
দেয়ালে গুলীর দাগ,
ভাঙা স্লেট, ছেঁড়া জুতোয়
ছত্রাকার রাস্তা,
পায়ে পায়ে ছিটিয়ে যাওয়া রক্ত

মুক্তির বহুবর্ণ বাসনার নিচে
যৌবনকে পথ ধরেছিল জীবন।

ঠিক তেমনি দূরে,
কত দূর ঠিক জানি না,
আজও দেখতে পাচ্ছি–
হিরণ্যগর্ভ দিন
হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আসছে
গান গেয়ে
আমাকে বলছে দাঁড়াতে।

গুচ্ছ গুচ্ছ ধানের মধ্যে দাঁড়িয়ে
তার বলিষ্ঠ হাত দুটো আমি দেখতে পাচ্ছি
আমি শেষ বারের মত
মাটিতে প'ড়ে যাবার আগে
আমার ভালোবাসাগুলোকে
নিরাপদে তার হাতে
পৌঁছে দিতে চাই॥

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥